কালীদাসের হেঁয়ালী
বা
সমস্যা সংগ্রহ

প্রকাশক—শ্রীঅখিলভূষণ দে এণ্ড ব্রাদার্স
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

— দাম চারি আনা —

কালীদাসের হেঁয়ালী
বা
সমস্যা সংগ্রহ

প্রকাশক—শ্রীখিলভূষণ দে এণ্ড ব্রাদার্স
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

—দাম চারি আনা—

কালীদাসের সমস্যা সংগ্রহ

কালীদাসের হেঁয়ালী

বা

সমস্যা সংগ্রহ

১। তিন বর্ণে নাম থাকে ভাগ্যবান ঘরে।
মূল ছাড়া হ'লে যায় বাণিজ্য সফরে॥
অন্ত ত্যাগ যদি বাড়ে সত্ত্ব জীব মরে।
মধ্যম হরিলে লোক টিপে বার করে॥

২। কায়স্থের আস্ত ছাড়া,
পাঁটার ছাড়া পা,
লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া
কিনে আন্‌গে যা॥

৩। কাল গরুর দেহের মতন,
দুধ দেয় পুকুর সমান,
কিন্তু যখন হাম্বা বলে,
নরলোকে চম্‌কে উঠে॥

৪। পশু নয় পশু সঙ্গে করয় ভ্রমণ।
কখন যোগীর বেশ কখন রাজন॥
অসম্ভব কার্য্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায়॥

উত্তর :—১। কপোত। ২। কাঁঠাল। ৩। মেঘ। ৪। রামচন্দ্র।

৫। অৰ্দ্ধচন্দ্র সমাকার দেহের গঠন।
গাছ পালা কাটে সেই সদা সর্ব্বক্ষণ॥
দন্ত রাজি গণনাতে হয় না ক' শেষ।
অনুমানে বল দেখি কেবা হয় সেই॥
উচ্ছিষ্ট করিয়া অন্ন অপরে সে দেয়।
হেঁয়ালী অদ্ভুত ইহা কালীদাসে কয়॥

৬। এ কি উৎপাত আরে মলো ভাই।
মিন্সের উপর মাগি দেখ হে সবাই॥

৭। তিন অক্ষরে নাম তার পর্ব্বত উপরে।
মস্তক কাটিলে তার রাজ্যধন হারে॥
মধ্যদেশ কাটা হলে বেশ্যার সমান।
বনেদ তুটিলে সে কামার বাড়ী যান॥

৮। মুখের ছেঁদায়, হাতি আসে যায়,
দেখে ভয়ে প্রাণে মরি।
ভাই জন্মে ত', দেখে না পিতা,
কেবা তারে নিল হরি॥

৯। জন্ম দিয়ে বাপ পালাল মা হ'ল বনবাসী।
যার ছেলে তার হ'ল ঝাল খেলে পাড়াপড়শী॥

১০। সন্ধ্যাকালে জন্মলাভ দিবসে মরণ॥
মাথা পরে করে সেই সদা বিচরণ॥
রৌপ্য সম দ্যুতি খেলে অঙ্গের বরণে।
একপথে তার গতি বল কোন জনে॥

উত্তর :—৫। কাস্তে। ৬। তুলসীবৃন্দাবলী। ৭। পাষাণ।
৮। কালীদহে কমলেকামিনী। ৯। কোকিলছানা। ১০। নক্ষত্র।

১১। খোলা মাঠে জন্মে কিন্তু গোপন সদায়।
রবি তাপে তনু ম্লান হয় যে সদায়॥
যৌবনে অতীব ঝাল রস নাহি থাকে।
বৃদ্ধকালে রসে ভরা খ্যাতি লোক মুখে॥

১২। দশ বীরে যুক্তি করে প্রবেশয় বন।
পাতি পাতি করি করে অরি অন্বেষণ॥
যদ্যপি ধরিতে পারে শত্রু একজনে।
নখেতে আনিয়া দোঁহে বধয়ে জীবনে॥

১৩। এরা বাপ বেটা ওরা বাপ বেটা
তাল তলা দিয়ে যায়,
একটা তাল পেয়ে
সবাই সমান ভাগে খায়।

১৪। জলে জন্মে স্থলে কর্ম্ম গড়ে মালাকার।
ঠাকুর নয় দেবতা নয় চড়ে উপরে মাথার॥

১৫। তিন অক্ষরে নাম আছে গৃহস্থের ঘরে।
অন্তর ত্যজিলে সদা হরিনাম করে॥
শেষ অন্ত হ'লে হয় দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।
আদ্য ছাড়া মানবাদি দেবের আহার॥

১৬। মস্তক নাহিক' গলে করে সে আহার।
না খাওয়ালে উপবাস বার মাস তার॥
যদ্যপি কখন মর্দ্দ খায় পেট ভরে।
হজম না হয় তার বেরোয় পেট চিরে॥

উত্তর:—১১। পান। ১২। উকুন। ১৩। বাপ ছেলে নাতি। ১৪। টোপর। ১৫। বিছানা। ১৬। যাঁতা।

১৭। আশ্চর্য্য শূন্যেতে ধায় হয়ে বেগবান্।
ভূতলেতে আসোয়ার ধরিয়া লাগাম॥
কি সাধ্য সে তুরঙ্গের এক পদ যায়।
ছাড়িলে আকাশে উঠে নাহিক' সংশয়॥

১৮। জলেতে জনম থাকে জলের ভিতরে।
মনুষ্যে কাটিয়া তারে রাখে করে ক'রে॥
জীবন থাকিতে তার শুনি নাই রব।
আনন্দে শবের মুখে চুমো খায় সব॥

১৯। রাত্রি যোগে আঁধারেতে জন্মে যার ঘরে।
তার বাড়ীতে সকল লোকে কান্নাকাটি করে॥
জন্মদাতা জন্ম দিয়ে ত্বরিতে পলায়।
মূর্খেতে বুঝিবে কি পণ্ডিতে বুঝা দায়॥

২০। গণনায় মিথুনেতে, ডাকে তারে সকলেতে,
কিন্তু তিনি নন্ সাধারণ।
ভোক্তাদের প্রিয় অতি, সবার মাঝে অখ্যাতি,
চক্ষের মাথা খান সর্ব্বজন॥
তার যদি গোড়া ছাট, রস তো বেরোয় না খাট,
আগা কাট দূতকর্ম্ম করে।
মাঝেতে ছাড়িলে পর, ভূমি চষ নিরন্তর,
এ বীরের বল কেবা ধরে॥

২১। জলে চলে রাত্র দিনে শূন্যেতে চ'লে।
দিবসে মরণ তার পুনঃ রাত্রে জ্বলে॥

উত্তর :—১৭। ঘুঁড়ি উড়ান। ১৮। শঙ্খ। ১৯। চুরি। ২০। চরস। ২১। জোনাকী পোকা।

২২। মনুষ্য করিলে স্পর্শ করয়ে গর্জ্জন।
ফণীর অপেক্ষা তার নিঃশ্বাস ভীষণ॥
লোকের নিকটে রয় নাহি কিছু বলে।
নিশ্বাস পবন যোগে যায় সব গলে॥

২৩। দোল দোল দোলনী, ছোট বেলায় খেলুনি।
পাক্‌লে সুন্দরী হবো ন্যাংটা হয়ে হাটে যাবে॥

২৪। লম্বে কাট দৈর্ঘ্যে কাট আর তলাতেই কাট॥
ক্রমে ক্রমে বড় হবে নাহি হবে খাট॥
কাটিলে সকল বস্তু ছোট হয়ে যায়।
কি নাম ধরয় ইহা বল দেখি ভাই॥

২৫। পতঙ্গ জাতির ভয়ে কাতরা কামিনী।
আতর গোলাপ অঙ্গে মাখে বিদোদিনী॥
বেশ্যা নয় পঞ্চজনে করয়ে ভজন।
সুস্থ নাহি হয় তবু আকুল জীবন॥
বাহিরেতে আসি করে নিরীক্ষণ ধনি।
বাসনা ভাসুর মোর হোক্ এবে স্বামী॥

২৬। ছাগলের নাতি হ'ল শুন্‌তে অসম্ভব।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোক করে রব॥

২৭। অঙ্গেতে কণ্টকাবৃত সজারু সে নয়।
মনুষ্য পাইলে গন্ধ তখন ছেদয়॥
মধুর সৌরভ তার যতদূর যায়।
লোকের বাসনা যদি পায় তবে খায়॥

উত্তর ঃ—২২। কর্ম্মকারের হাফর। ২৩। তেঁতুল। ২৪। গর্ত্ত। ২৫। দ্রৌপদী। ২৬। রামচন্দ্র। ২৭। কাঁঠাল।

২৮। বাপে জন্ম দিল কিন্তু মা ছিল না কাছে।
ভূমিতে উৎপন্ন বটে না ফলয়ে গাছে॥
অসম্ভব কথা নাহি মানয়ে সকলে।
এ কথা ত' মিথ্যা নয় মাটীতে জন্মালে॥

২৯। তিন অক্ষরে নাম ধরে শক্ত অতি বাত।
চেনে তাদের আদি হতে বাদশা নবাব॥
আদ্য অক্ষর কাট যদি হাতে লয়ে কাঁচি।
তা হলে হইবে ভাল রুটি আর লুচি॥

৩০। একটা খাটে তিনটে খুরো।
তার উপরে জমাদার বুড়ো॥
বুড়ো বসে টলমল করে।
মুখ দিয়ে তার ফেনা পড়ে।

৩১। কোন্ নারী দরশনে পুণ্য সঞ্চারয়।
আলিঙ্গনে লভে মুক্তি শাস্ত্রে হেন কয়॥
চুম্বনে হইবে সদা পবিত্র জীবন।
বলহ সমাজে হেন নারী কোন্ জন॥

৩২। চরণে আঘাত করে নাহি করে রোষ।
খেতে দিয়ে কাড়ি লয় তাইতে সন্তোষ॥
যতবার দেখে সে করিবে নমস্কার।
পেটেতে না দেয় দেয় অন্যেরে আহার॥
বশিষ্ঠ সমান বীর ধীর বুদ্ধি রয়।
সঙ্গীগণে পলকেতে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রময়॥

উত্তরঃ—২৮। সীতাদেবী। ২৯। বেগম। ৩০। উনান ও হাঁড়ি। ৩১। গঙ্গা। ৩২। ঢেঁকী।

৩৩। রবিকে রাহুতে গ্রাস করে গ্রহণেতে।
পুনঃ উগারয় তার শাস্ত্রের সম্মতে॥
ধরায় জীবিত যদি গ্রাসে একবার।
অমনি রবির নাশ রাখে সাধ্য কার॥

৩৪। কালের মধ্যে পা দিয়েছ তাইতে আমায় পেলে।
বিপদ কালে দোষটা সবাই দেবে আমার ঘাড়ে॥
মুণ্ডটা মোর দিলেও কেটে তবু লাগি কাজে।
আমায় লয়ে ছুটবে তরী গহন দরিয়াতে॥

৩৫। ছল করে কোন্ নারী রাখালের বেশে।
সখী বৃন্দ লয়ে কাননেতে পশে॥
সতী শিরোমণি তিনি শাস্ত্রে হেন কয়।
বল দেখি তার নাম কিবা মহাশয়॥

৩৬। গলাতে আহার করে গলাতে উগারে।
কটীর নীচেতে মুখ আছে বাহির করে॥
ভোজনের কালে তার ঘোর শব্দ শুনি।
জিহ্বায় প্রস্রাব ত্যাগ কহিব কাহিনী॥

৩৭। না ভাসে জলে ভাসায় জলে অগ্নি জলে মুখে।
শূন্যেতে যায় সর্পেতে খায় না ডরে দেবলোকে॥
আছে সপ্রমাণ, জ্ঞানীতে বাখান,
প্রত্যয় প্রত্যুষে করে।
করি সঙ্গে সঙ্গে, বলে সেই সঙ্গে,
প্রতিদিন যত্ন করে॥

উত্তর :—৩৩। রবিশস্য। ৩৪। কপাল। ৩৫। শ্রীরাধা ৩৬। কলুর ঘানিগাছ। ৩৭। নলরাজ।

৩৮। নাপিতানী বেশে বল কোন্ জন।
পর ঘরণীর সাথে মিলন আকিঞ্চন॥
ত্রিলোকে তাহার নাম সকলেই লয়।
দুর্বৃত্ত নাশিতে তিনি চক্র যে ধরয়॥

৩৯। মামা ডাকে মামা বলে বাবা বলে তাই।
ছেলেতেও বলে মামা মাও বলে তাই॥

৪০। হেসে হেসে আসে নারী দোকানীর পাশে।
কাছেতে বসিল কিছু লইবার আশে॥
কিনিতে লাগিল যবে করয় রোদন;
প্রবেশে ভিতরে যবে হাসয়ে তখন॥

৪১। বানরে সঙ্গীত গায়, শীলাকে জলে ভাসায়,
দেখিলেও না হবে প্রত্যয়॥
নদীতে প্রসবে ছেলে, পাথর সাগরে চলে,
এ কথা ত' না বলিলে নয়॥
পূর্ব্বেতে করেছ দৃষ্ট, এখন দেখেছ স্পষ্ট,
ভারতবর্ষের লোক যত॥

৪২। তিন বর্ণে নাম ধরে সর্ব্ব মনোরম।
নগরে করে যে বাস বনেতে জনম॥
চন্দ্র ছাড়া অন্য সহ করে না আলাপ।
পক্ষে ভাঙ্গা হ'লে পরে দেহ গোঁফে তাপ॥
অবশেষে ছাড়ে যদি বিপক্ষ নাশিতে।
যোজনেক পথ যায় চক্ষু পলকেতে॥

উত্তর :—৩৮। শ্রীকৃষ্ণ। ৩৯। সূর্য্যদেব। ৪০। চুড়ি পরান। ৪১। রামসৈন্য। ৪২। গোলাপ ফুল।

৪৩। দিবসে মরণ হয় রজনীতে জীয়ে ॥
মরিলে তাহারে রাখে জলেতে ডুবায়ে ॥
জীবন পাইয়া অঙ্গ বিস্তারে যখন।
অন্ধমাত্র নাহি দেখে তাহার বরণ ॥

৪৪। এ দেশে কে রবে বাবা রাজার বিচার মিথ্যা।
সীতের পিতার বাক্যে যুবা কাটে মার মাথা ॥
লোকতঃ কর্ম্মেতে সেই মা হইল দোষী।
বিচার করিয়া দেখ পাড়া প্রতিবাসী ॥

৪৫। মণি মুক্তা কোথা লাগে সে সজল অঙ্গ।
কর্ম্মভোগে দিন দিন তনু হয় ভঙ্গ ॥
ত্রিংশত দিবসে বীর হয় বলবান্।
পুনর্ব্বার রোগ ধরে বধিতে পরাণ ॥

৪৬। অমৃত বণ্টন কালে দেব নারায়ণ।
মোহিনী মূরতি তিনি করেন ধারণ ॥
সে রূপ নেহারি বল কোন্ দেবেশ্বর।
মুগ্ধ হয়ে ত্রিভুবনে ছুটে নিরন্তর ॥

৪৭। তিন বীর সর্ব্ব গৃহে থাকয়ে যতনে।
ধনাঢ্যের ধনবৃদ্ধি পায় দিনে দিনে ॥
প্রথমের পদতলে দ্বিতীয়ের স্থিতি।
উভয় হইতে হয় তৃতীয় উৎপত্তি ॥
প্রথম বিহনে লোক নানা ক্লেশ পায়।
দ্বিতীয় তৃতীয় ভয়ে রমণী লুকায় ॥

উত্তর ঃ—৪৩। প্রদীপ। ৪৪। পরশুরাম। ৪৫। পূর্ণচন্দ্র। ৪৬। মহাদেব। ৪৭। জমা খরচ বাকি।

৪৮। অপ্সর অপ্সরী দোঁহে বাসবের শাপে।
ধরা মাঝে লভে জন্ম অপরূপ রূপে॥
গোপনে উভয়ে করে ধরায় রমণ।
কিবা নাম উভয়ের বল সুধীজন॥

৪৯। রজনীতে জন্ম হয় দিবসে মরণ।
কদাচ না করে তারা ভূমে পদার্পণ॥
মন্দগতি অম্বরেতে করয়ে গমন।
মুক্তাফল বোধ হয় অঙ্গের কিরণ॥

৫০। খাবার জিনিস নয় সকলেই খায়।
অসাবধানে খেতে হয় পড়িয়া ধরায়॥
বুড়োয় খাইলে পরে বিপদ বড় হয়।
যুবকে খাইয়া তাহা মরে ত' লজ্জায়॥
বালকে খাইয়ে তাহা করয়ে রোদন।
বল দেখি ধরাতলে কি বস্তু এমন॥

৫১। রাজবংশে জন্ম তার জনক না ছিল।
জন্মিয়ে আপন কুল উজ্জ্বল করিল॥
যার পরশে হয় পাপ বিনাশন।
অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি কর নিরীক্ষণ॥
আনিল তাহারে যেই করিয়া যতন।
পরিত্রাণ পাবে যদি কর দরশন॥

৫২। পাখা নাই উড়ে চলে মুখ নাই ডাকে।
বুক চিরে আলো ছোটে, কান ফাটে হাঁকে॥

উত্তর :—৪৮। বিদ্যা-সুন্দর। ৪৯। নক্ষত্র। ৫০। আছাড়। ৫১। ভাগীরথি। ৫২। মেঘ।

৫৩। দুই মুখ এক কায়া দেখিতে সুন্দর।
এক মুখে খালি করে ভরে মুখে আর ॥
এ না থাক্‌লে প্রাতঃকর্ম্ম সমাপ্ত না হয়।
কি নাম ধরয়ে ইহা বল দেখি ভাই ॥

৫৪। তিন অক্ষরে নাম তার অমৃত সমান।
আদ্য অক্ষর ছাড়ি কর্ম্মে লোকে মন্দ কন্।
মধ্যাক্ষর ঘুচালে হয় কান্তি ভয়ঙ্কর।
অন্তলোপে সেই বস্তু ক'র না আহার ॥

৫৫। বরকনে যেই দিনে বিবাহ করিল।
নিশি শেষে সেই সতী পতি হারাইল ॥
মৃতপতি সহ ভেলা সেই সে ভাষাল।
দেবগণে তুষ্ট ক'রে স্বামীরে বাঁচাল ॥

৫৬। আপনার মুখ সেই ফিরাইতে নারে।
যে দিকে ফিরাও মুখ সেই দিকে ফিরে ॥
নিশিথে বিরাজ করে বাহন উপরে।
রজনী প্রভাতে তারে জলে সবে মারে ॥

৫৭। ঈশ্বর দেখিতে নাহি পায় কদাচন।
নরপতিগণে দেখে কখন কখন ॥
সাধারণ লোকে তারে দেখে অনুক্ষণ।
বলহ বিচারি সবে সেই কোন্ জন ॥

৫৮। একটু খানি চুণকাম করা ঘর ॥
ভেঙ্গে গড়্‌তে বল্‌লেই সবার লাগে ডর ॥

উত্তর :—৫৩। গাড়ু। ৫৪। কচুরী। ৫৫। বেহুলা। ৫৬। প্রদীপ। ৫৭। সমতুল্য ব্যক্তি। ৫৮। ডিম্ব।

৫৯। নেত্র বর্ণে নাম তার ভ্রময়ে সর্ব্বত্রে।
দেবতার ঘরে তারে নিষেধ যাইতে॥
তাহার প্রহারে হয় বড় অপমান।
অন্ত বর্ণ অন্ত হ'লে কৃষ্ণগুণ গান॥

৬০। সূর্য্যবংশে জন্ম তার অজ রাজার নাতি।
দশরথের পুত্র নয় সীতাদেবীর পতি॥
রাবণের বৈরী নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
বুঝিয়া সকলে তারে করহ নির্দ্দিষ্ট॥

৬১। উভয় পক্ষের রাজা হয় ক্রোধমন।
সম্মুখ সংগ্রামে দোঁহে দল দরশন॥
উভয় দলের সৈন্য সংহার হইল।
একবিন্দু রক্ত কিন্তু ভূমে না পড়িল॥
এ হেন অদ্ভূত যুদ্ধ কে কোথা দেখেছে।
পদাতি হইলে জয়ী সেনাপতি বাঁচে॥

৬২। তিন বীর বার শির বিয়াল্লিশ লোচন।
ভূমেতে লুটায়ে তারা করে মহারণ॥
উভয় পক্ষের তারা হয় সহকারী।
এ হেন বীরের নাম বলহ বিচারী॥

৬৩। কোন্ ফলে বীজ নাই বল দেখি দাদা।
না বল্‌লে বল্‌বে লোকে তুমি একটি গাধা॥

৬৪। বন থেকে বেরল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে॥

উত্তর :—৫৯। পাদুকা। ৬০। ভরত। ৬১। দাবাখেলা।
৬২। পাশাখেলা। ৬৩। নারিকেল। ৬৪। আনারস।

৬৫। গলা জড়িয়ে আসে রসিক যুবতী।
নিতম্ব দেশে সযতনে করায় বসতি ॥
গুরুজন পাশে সদা অনুমতি চায়।
এমন নির্লজ্জ বধূ কে আছে ধরায় ॥

৬৬। মা ভগ্নী মাসী পিসী খুড়ি জেঠি আই।
সকলেরই দেখ্‌ছি স্ত্রীর কিন্তু নাই ॥
ভেবে দেখলে অতি সহজ শক্ত কিছু নয়।
স্ত্রীর কাছে বল্লে কিন্তু ঝগড়া কর্ত্তে হয় ॥

৬৭। তুমি ঠাট্টা কর্ত্তে আস্‌ছো হেসে হেসে মোকে।
তোমার শ্বশুর বিয়ে করেছে আমার শ্বশুরের মাকে ॥
তোমার সাথে কি সম্বন্ধ ভাব মনে মনে।
উপহাসের পাত্রী কিনা জানহ এক্ষণে ॥

৬৮। দিই যদি দিই পর পুরুষকে।
না হয় দিই পথে ঘাটে ॥
আর দিই যাকে তাকে।
তুমি আমার আমি তোমার কিবা দিব তোমাকে।

৬৯। আহার্য্য নহেত' কিন্তু খায় সর্ব্বজন।
অনিচ্ছায় বাধ্য হয় করিতে ভক্ষণ ॥
বৃদ্ধেরা খাইয়া করে সদা হায় হায়।
যুবকে খাইয়া সদা মরে যে লজ্জায় ॥
বালকে খাইয়া করে সদাই রোদন।
এ হেন অমূল্য বস্তু জগতে কেমন ॥

উত্তর :—৬৫। জলের কলসী ; ৬৬। বৈধব্য। ৬৭। শাশুড়ী ৬৮। ঘোম্‌টা। ৬৯। আছাড়।

৫৯। নেত্র বর্ণে নাম তার ভ্রময়ে সর্ব্বত্রে।
দেবতার ঘরে তারে নিষেধ যাইতে॥
তাহার প্রহারে হয় বড় অপমান।
অন্ত বর্ণ অন্ত হ'লে কৃষ্ণগুণ গান॥

৬০। সূর্য্যবংশে জন্ম তার অজ রাজার নাতি।
দশরথের পুত্র নয় সীতাদেবীর পতি॥
রাবণের বৈরী নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
বুঝিয়া সকলে তারে করহ নির্দ্দিষ্ট॥

৬১। উভয় পক্ষের রাজা হয় ক্রোধমন।
সম্মুখ সংগ্রামে দোঁহে দল দরশন॥
উভয় দলের সৈন্য সংহার হইল।
একবিন্দু রক্ত কিন্তু ভূমে না পড়িল॥
এ হেন অদ্ভুত যুদ্ধ কে কোথা দেখেছে।
পদাতি হইলে জয়ী সেনাপতি বাঁচে॥

৬২। তিন বীর বার শির বিয়াল্লিশ লোচন।
ভূমেতে লুটায়ে তারা করে মহারণ॥
উভয় পক্ষের তারা হয় সহকারী।
এ হেন বীরের নাম বলহ বিচারী॥

৬৩। কোন্ ফলে বীজ নাই বল দেখি দাদা।
না বল্‌লে বল্‌বে লোকে তুমি একটি গাধা॥

৬৪। বন থেকে বেরল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে॥

উত্তর:—৫৯। পাদুকা। ৬০। ভরত। ৬১। দাবাখেলা। ৬২। পাশাখেলা। ৬৩। নারিকেল। ৬৪। আনারস।

৬৫। গলা জড়িয়ে আসে রসিক যুবতী।
নিতম্ব দেশে সযতনে করায় বসতি ॥
গুরুজন পাশে সদা অনুমতি চায়।
এমন নির্লজ্জ বধু কে আছে ধরায় ॥

৬৬। মা ভগ্নী মাসী পিসী খুড়ি জেঠি আই।
সকলেরই দেখ্‌ছি স্ত্রীর কিন্তু নাই ॥
ভেবে দেখলে অতি সহজ শক্ত কিছু নয়।
স্ত্রীর কাছে বল্লে কিন্তু ঝগড়া কর্ত্তে হয় ॥

৬৭। তুমি ঠাট্টা কর্ত্তে আস্‌ছো হেসে হেসে মোকে।
তোমার শ্বশুর বিয়ে করেছে আমার শ্বশুরের মাকে ॥
তোমার সাথে কি সম্বন্ধ ভাব মনে মনে।
উপহাসের পাত্রী কিনা জানহ এক্ষণে ॥

৬৮। দিই যদি দিই পর পুরুষকে।
না হয় দিই পথে ঘাটে ॥
আর দিই যাকে তাকে।
তুমি আমার আমি তোমার কিবা দিব তোমাকে।

৬৯। আহার্য্য নহেত' কিন্তু খায় সর্ব্বজন।
অনিচ্ছায় বাধ্য হয় করিতে ভক্ষণ ॥
বৃদ্ধেরা খাইয়া করে সদা হায় হায়।
যুবকে খাইয়া সদা মরে যে লজ্জায় ॥
বালকে খাইয়া করে সদাই রোদন।
এ হেন অমূল্য বস্তু জগতে কেমন ॥

উত্তর :—৬৫। জলের কলসী ; ৬৬। বৈধব্য। ৬৭। শাশুড়ী
৬৮। ঘোম্‌টা। ৬৯। আছাড়।

৭০। বনমাঝে জন্ম তার বনেতেই বাস।
ভুলেও তাহারে কেহ করে না বিশ্বাস॥
তাহারে ছুঁইলে অঙ্গ বড় জ্বলে যায়।
জ্বলন দ্বিগুণ হয় জল যদি পায়॥

৭১। জলজন্তু নয় কিন্তু জল মধ্যে রয়।
সকলে তাহার বুকে আসে আর যায়।
পদ নাই তবু চলে পবন বেগেতে।
কাণ ধরে তার পতি বসে থাকে কোণেতে॥

৭২। কোন্ ফল বীজ নাই বলত' এখন।
বুদ্ধিমান্ বলে তোমা জানিব তখন॥

৭৩। অদ্ভূত এমন জীব কি আছে ধরায়।
পুরুষ নারীতে কভু মিলন না হয়॥
তথাপি তাদের হেরি বংশবৃদ্ধি হয়।
কি হেন অদ্ভূত জীব বল দেখি ভাই॥

৭৪। তেরো মাস বয়সে হয়ে ছেলের মা।
প্রসব করে গণ্ডা গণ্ডা এ কেমন মা॥
কহেন কবি কালীদাস হেঁয়ালীর ছলা।
থাকুক্ মূর্খের কাজ পণ্ডিতে বুঝে কলা॥

৭৫। ওগো ভাল মানুষের ঝি।
বলি তোমার ব্যাভারটা কি।
দিতে দিতে দিলে না—
আরে ছি! ছি! ছি!

উত্তর :—৭০। বিছুটি। ৭১। নৌকা। ৭২। নারিকেল। ৭৩। ময়ূর। ৭৪। কলাগাছ। ৭৫। ঘোমটা।

৭৬। তিন অক্ষরে নাম তার বিচরে ধরায়।
আদ্যাক্ষর ত্যজিলে ত' অম্বল বুঝায়॥
শেষাক্ষর না থাকিলে স্থাপন করিয়া।
দেবপূজা করে লোকে দেবালয়ে গিয়া॥

৭৭। তিন অক্ষরে নাম তার মূর্খে নাহি চায়।
মধ্য অক্ষর ত্যজিলে ত' অত্যল্প বুঝায়॥
শেষাক্ষর ছাড়িলে ত' তাহার সহিতে।
কেহ না পারিবে তারে বলেতে রাখিতে॥

৭৮। তিন্‌টি অক্ষরে নাম ধরে চক্রাকার।
জলেতে মিশিলে হয় অধিক বাহার॥
আদ্যাক্ষর ত্যজিলে বৃক্ষ জ্ঞান হয়।
মধ্যাক্ষর ছাড়িলে ফল বলি তায়॥
শেষাক্ষর না রহিলে জলের বন্ধন।
হেঁয়ালীর বাক্যে জীব করিল রচন॥

৭৯। পৃথিবীতে কেবা আছয় এমন।
কেহ নাহি চাহে তারে করিতে গ্রহণ॥
কিন্তু সে সকলে পায় অতীব আশ্চর্য্য।
বল দেখি তবে বুঝি বুদ্ধির তাৎপর্য্য॥

৮০। তৃতীয়াতে সেই দ্রব্য করিলে ভক্ষণ।
শত্রুবৃদ্ধি হয় তাহে শাস্ত্রের বচন॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে আছে তাহার প্রমাণ।
বল এবে সেই দ্রব্য ধরে কিবা নাম॥

উত্তর :—৭৬। ঘটক। ৭৭। কলম। ৭৮। আলতা। ৭৯। মরণ। ৮০। পটোল।

৮১। মাতৃগর্ভে না জন্ম অদ্ভূত এ কথা।
পিতৃগর্ভে জন্ম লভে শুনহ বারতা॥
রামায়ণে তার নাম খুঁজিয়া না পাই।
বল দেখি তার নাম তুমি এবে ভাই॥

৮২। হায় তরমুজ করি কি।
বোঁটা নেই ত' ধর্‌বো কি॥

৮৩। থাক্‌তে রমণী কেবা বঞ্চিত রমণে
কেবা হেন ব্যক্তি ছিল খ্যাত এ ভুবনে॥

৮৪। পূর্ণমাসী অমাবস্যা যেই দিনে হয়।
সেই দিন কোন্ দ্রব্য খাইতে নাই॥

৮৫। কোন্ দ্রব্য খেলে পরে চতুর্দ্দশী দিনে।
চিররোগী হয় বলে শাস্ত্রের বচনে॥

৮৬। গায়ে কাঁটা শিরে জটা নিরস আকার।
রস মিলে কিন্তু হেরি দেহে কাঁটা তার॥
দেখিতে সুন্দর ফল খেতে মনোহর।
রসহীন ছালাবৃত গাত্র হয় তার॥

উত্তর:—৮১। মান্ধাতা। ৮২। ডিম্ব। ৮৩। আয়ান। ৮৪। মাংস। ৮৫। মাসকলাই। ৮৬। খেজুর গাছ।

—সমাপ্ত—

শ্রীনিতাইচরণ দে সম্পাদিত।
শ্রীধনঞ্জয় দে প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ।

প্রিন্টার—শ্রীবিভূতিভূষণ কয়োড়ী 'কয়োড়ী প্রেস'
২৭নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬

কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকের তালিকা

ধর্মগ্রন্থ

- ছেলেদের রামায়ণ ৸৹
- কৃত্তিবাস রামায়ণ ৬৲
- কাশীদাসী মহাভারত ৮৲
- শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ১৲
- সরল পদ্য গীতা ১৲
- সরল পদ্য চণ্ডী ১৲
- শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ ৩৲

বৈষ্ণব গ্রন্থ

- শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
- শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷৷৹
- কীর্ত্তন পদাবলী ৪৲
- চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ২৲
- চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস ৩৲
- বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস ৩৲
- চণ্ডীদাস পদাবলী ১৷৷৹
- বিদ্যাপতি পদাবলী ১৷৷৹
- গোবিন্দদাস পদাবলী ১৷৹

তন্ত্রশাস্ত্র

- কামাখ্যাতন্ত্র ৸৹
- ষটচক্র ১৷৷৹

উপন্যাস

- আরব্য উপন্যাস ১৲

গীতাভিনয়

- বাসুদেব ২৲
- নেত্রানল ২৲

চিকিৎসা পুস্তক

- হোমিও গৃহ চিকিৎসা ১৷৷৹

জীবনী সিরিজ

- মহাত্মা গান্ধী ৷৶৹
- পণ্ডিত জওহরলাল ৷৶৹
- নেতাজী সুভাষ ৷৶৹
- শহিদ ক্ষুদিরাম ৷৶৹
- জাতীয় সঙ্গীত ৷৶৹
- জাতীয় কবিতা ৷৶৹

বিবিধ

- মেয়েদের ব্রতকথা ৸৹

বিবিধ

- রামকৃষ্ণ উপদেশ ৷৹
- পাকপ্রণালী ৷৷৹
- গোচিকিৎসা ৷৶৹
- পশু চিকিৎসা ৷৹
- রতিশাস্ত্র ৸৹
- প্রেম পত্র ৸৹

ছেলেদের নাটক

আলমগীর, কেদার রায়, চন্দ্রগুপ্ত, টিপু সুলতান, পদ্মিনী, পৃথ্বিরাজ, প্রতাপাদিত্য বাজীরাও, মীরকাশিম মেবার পতন, রিজিয়া রাণাপ্রতাপ, শিবাজী সিরাজদ্দৌলা, সাজাহান, সীতারাম।

—:০:—

প্রতিখানি পাঁচ আনা
একত্রে ষোলখানি
মাশুল সহ পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকের তালিকা

ধর্মগ্রন্থ

ছেলেদের রামায়ণ ৸০
কৃত্তিবাস রামায়ণ ৬৲
কাশীদাসী মহাভারত ৮৲
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ১৲
সরল পদ্য গীতা ১৲
সরল পদ্য চণ্ডী ১৲
শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ ৩৲

বৈষ্ণব গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
কীর্তন পদাবলী ৪৲
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ২৲
চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস ৩৲
বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস ৩৲
চণ্ডীদাস পদাবলী ১॥০
বিদ্যাপতি পদাবলী ১॥০
গোবিন্দদাস পদাবলী ১॥০

তন্ত্রশাস্ত্র

কামাখ্যাতন্ত্র ৸০
ষট্‌চক্র ১॥০

উপন্যাস

আরব্য উপন্যাস ১৲

গীতাভিনয়

বাসুদেব ২৲
নেত্রানল ২৲

চিকিৎসা পুস্তক

হোমিও গৃহ চিকিৎসা ১॥০

জীবনী সিরিজ

মহাত্মা গান্ধী ।৵০
পণ্ডিত জওহরলাল ।৵০
নেতাজী সুভাষ ।৵০
শহীদ ক্ষুদিরাম ।৵০
জাতীয় সঙ্গীত ।৵০
জাতীয় কবিতা ।৵০

বিবিধ

মেয়েদের ব্রতকথা ৸০

বিবিধ

রামকৃষ্ণ উপদেশ ।০
পাকপ্রণালী ॥০
গোচিকিৎসা ।৵০
পশু চিকিৎসা ।০
রতিশাস্ত্র ৸০
প্রেম পত্র ৸০

ছেলেদের নাটক

আলমগীর, কেদার রায়, চন্দ্রগুপ্ত, টিপু সুলতান, পদ্মিনী, পৃথ্বিরাজ, প্রতাপাদিত্য বাজীরাও, মীরকাশিম মেবার পতন, রিজিয়া রাণাপ্রতাপ, শিবাজী সিরাজদ্দৌলা, সাজাহান, সীতারাম।

—:০:—

প্রতিখানি পাঁচ আনা একত্রে ষোলখানি মাশুল সহ পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১ নং পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬